সহীহ হাদীসের আলোকে ওসিলার দু ’য়া

IJHARUL ISLAM·SUNDAY, 29 MAY 2016

ওসিলা আরবী শব্দ অথর্ মাধ্যম। কোন কিছু অজর্নের মাধ্যম বা উপায় - উপকরণকে শাব্দিক অথের্ ওসিলা বলে। পরিভাষায় , যেসব জিনিসের দ্বারা নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা হয় , তাকে ওসিলা বলে। যেমন , নামায , রোজা , নেক আমল এগুলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে পরিচিত ওসিলা। শাব্দিক অথের্র বিবেচনায় আমাদের প্রয়োজন পূরণে যেসব উপায় -উপকরণ গ্রহণ করা হয় , সেগুলোও ওসিলার অন্তভর্ূক্ত। যেমন , রোগ হলে ওষুধ খাওয়া। ক্ষুধা লাগলে খাবার গ্রহণ করা। ওষুধ , খাবার এগুলো জাগতিক ওসিলা।

ওসিলার আরেকটি শাব্দিক অর্থ মানজিলা। কারও অবস্থানকে মানজিলা বলা হয়। আল্লাহর কাছে রাসূল স . এর একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। সুতরাং রাসূল স . এই অবস্থানের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দুয়া করাও অসিলার অন্তর্ভূক্ত হবে কাছে নৈকট্য অজর্নের মাধ্যম বা উপায় অথের্র চেয়ে অর্থটি ব্যাপক অথর্ বহন করে। কেননা , মাধ্যম বা উপায়ের দ্বারা আল্লাহর কাছে দুয়া করা হয় , সেগুলোর একটি বিশেষ মানজিলা বা অবস্থান রয়েছে আল্লাহর কাছে। একারণেই মূলত : এগুলো দ্বারা ওসিলা দেয়া হচ্ছে মাধ্যেম আল্লাহর নৈকট্য অজর্নের চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ আল্লাহর কাছে নামাযের বিশেষ মানজিলা বা অবস্থান রয়েছে। একইভাবে রাসূল স . এর ওসিলা দিয়ে দুয়া করা হচ্ছে। কারণ আল্লাহর কাছে রাসূল স . এর বিশেষ মযর্াদা ও অবস্থান রয়েছে। একইভাবে বুজুগর্দের ওসিলায় দুয়া করা হয়, কারণ বুজুগর্দের বিশেষ অবস্থান রয়েছে আল্লাহর কাছে। মোটকথা , যেসব বিষয়ে ওসিলা করা হচ্ছে , সবগুলোর মাঝেই একটা মৌলিক

কারণ হচ্ছে, এগুলোর একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে। ওসিলার শাব্দিক অথর্ থেকে এই মূল কারণটি গ্রহণ করলে সমস্ত ওসিলার ক্ষেত্রে আমাদের মৌলিক বিশ্বাস স্পষ্ট হয়।

ওসিলার ক্ষেত্রে আমাদের মূল অবস্থান:

আমরা জানি, কোন নেক আমলের মাধ্যমে ওসিলা দেয়া জায়েজ, কারণ আমলগুলোর কারণে আল্লাহ খুশি হোন। একারণে তিনি কবুল করেন। এটাকে আরেকটু বিস্তারিত বললে এভাবে বলা যায়, যেসব জিনিস আল্লাহ পছন্দ করেন, সেগুলো দিয়ে ওসিলা করলে আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহর প্রিয় হওয়া বা পছন্দের কারণেই মূলত: অসিলা করা হচ্ছে। নতুবা ওসিলা করার কোন দরকার ছিলো না। সরাসরি দোয়া করলেই হতো। বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়, যখন কোন বুজুগর্ের কাছে দুয়া চাওয়া হয়। বুজুগর্ের কাছে দুয়া
চাওয়ার কারণ হলো, তিনি আল্লাহর পছন্দনীয় ও প্রিয় বান্দা। তিনি দুয়া আল্লাহ কবুল করবেন। অনে্যর কাছে দুয়ার ক্ষেত্রে মূল যদি তার দুয়া
হতো, তাহলে মানূষ চোর-ডাকাতের কাছে দুয়া চেতো। কারণ চোর ডাকাত
যেই কাজ করবে, বুজুগর্ও একই কাজ করবে। কিন্তু চোর ডাকাতের কাছে না
গিয়ে ভালো ও নেককার মানুষের কাছে যাওয়ার মূল কারণ হলো, সে আল্লাহর
পছন্দের একইভাবে আমলের মাধ্যমে দুয়ার কারণ হলো আমলগুলো আল্লাহর পছন্দের। আমাদের অবস্থান এখানে খুবই স্পষ্ট। যেসব বিষয় আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দের বিষয়ের ওসিলা দিয়ে দোয়া করা যাবে। কারণ ওসিলার মূল উদ্দেশ্য হলো
যে বিষয়ের ওসিলা দেয়া হচ্ছে, সেটি আল্লাহর প্রিয়। সুতরাং যেসকল বিষয়
আল্লাহর প্রিয় হবে, সেটা দিয়ে আমরা ওসিলা করবো। আল্লাহর প্রিয়
বিষয়টি জীব হোক, জড় হোক, কোন আমল হোক প্রিয় হওয়ার দিক থেকে সবই সমান। এজন্য জাত ও আমলের মধে্য কোন পাথর্ক্য নেই। কারণ জাতও আল্লাহর প্রিয়।
আমলও আল্লাহর প্রিয়। কেউ যদি কা'বার ওসিলা দিয়ে দোয়া করে, সেটাও

আমাদের কাছে পছন্দনীয়। যদিও কাবা আমল বা কোন জীব নয়। কিন্তু কা'বা আল্লাহর প্রিয় ঘর হওয়ার কারণে আমরা এর ওসিলায় দুয়া করি। এক্ষেত্রে আমরা জীবিত, কোন পাথর্ক্য করি না ব্যক্তি জীবিত থাকলেও আল্লাহর প্রিয় থাকে, মারা গেলেও আল্লাহর প্রিয় থাকে।

ওসিলা দিয়ে দু'য়া করার সময় আমাদের অন্তরে এই বিশ্বাস থাকে যে, যেসব বিষয়ের ওসিলা দিচ্ছি, সেটি আল্লাহর প্রিয়, আমরা এর ওসিলা দিচ্ছি। আমরা আমলের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস করি না যে, এসব আমলের নিজস্ব ক্ষমতা আছে, যার কারণে দুয়া কবুল হয়। কোন নেককার ভালো মানুষের কাছে দুয়া
চাওয়ার সময় আমরা এটা মনে করি না যে, ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা কারণে
দুযা কবুল হবে। বরং আমাদের অন্তরের বিশ্বাস হলো, ব্যক্তি আল্লাহর
প্রিয়। প্রিয় হওয়ার কারণে তার দুয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
আরেকটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, আমরা যার ওসিলা দিচ্ছি, তাকে
আল্লাহ, আল্লাহর সমকক্ষ বা মূতর্ি মনে করছি না। নাউযুবিল্লাহ। বরং
তাকে আল্লাহর বান্দা মনে করি। তাকে শুধু আল্লাহর প্রিয় বান্দা বিশ্বাস করি। দিলে আমাদের ব্যাপারে অন্য কোন ধারণা আসে, মুমিনের ব্যাপারে
অমূলক ধারণা থেকে বেচে থাকুন আপনার অন্তরে যদি ওসিলা দেয়া ব্
যক্তিকে মূতর্ি মনে হয়, তাহলে আপনি তৌবা করুন। আমাদের অন্তরে
যেহেতু এগুলো আসে না, এজাতীয় কথা আমাদের সামনে না বলে নিজে অন্যায়
ধারণা থেকে বাচার চেষ্টা করুন।

ওসিলার ক্ষেত্রে সালাফীদের অবস্থান

আমাদের সালাফী ভাইয়েরা মৌলিকভাবে ওসিলা অস্বীকার করেন, বিষয়টা এমন নয়। বরং তারাও ওসিলা স্বীকার করেন। তবে ওসিলার কয়েকটা পদ্ধতিকে তারা অস্বীকার করেন। বাস্তবতা হলো, এগুলো অস্বীকারের পক্ষে তাদের কোন শরয়ী দলিল নেই। নিজেদের কিছু যুক্তির আলোকে এটা করার চেষ্টা

করলেও সেসব যুক্তিগুলোও খুবই দুবর্ল। আর সহীহ হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে নিজেদের বানানো মূলনীতির আলোকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ থাকতে পারে না।

সালাফীদের কাছে যেসব ওসিলা জায়েজ

১. কোন নেক আমলের মাধ্যমে ওসিলা দিয়ে দু’য়া করা।

২. নেককার লোকের কাছে গিয়ে দুয়া চাওয়ার মাধ্যমে ওসিলা করা ।

৩. নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে ওসিলা করে দু’য়া করা।

তিনটি বিষয়কে তারা ব্যাপকভাবে জায়েজ বলেন। তারা দু’টি বিষয়ের বিরোধীতা করেন,

১. কোন ব্যক্তির ওসিলায় দু’য়া করা।

২. কোন ব্যক্তির ওসিলায় দু’য়া করা।

জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, হে আল্লাহ, আমি রাসূল স.কে মহব্বত করি, এই ওসিলায় আমার দু’য়া কবুল করেন, তাহলে এটা সালাফীদের কাছে জায়েজ। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মতে নীচের ওসিলাগুলো জায়েজ।

১.হে আল্লাহ, আমরা রাসূল স.কে মহব্বত করি, এই মহব্বতের ওসিলায় আমাদেরকে সিরাতে মুসতাকীমের হেদায়াত দান করুন।

২.হে আল্লাহ , আমি বিশ্বাস করি যে , আপনার নবী মুহাম্মাদ স . আপনাকে মহব্বত করেন। রাসূল স . এর এই মহব্বতের ওসিলায় আমাদেরকে সিরাতে মুসতাকীমের হেদায়াত দান করুন।

৩.হে আল্লাহ , আমি বিশ্বাস করি যে , আপনি রাসূল স. কে ভালোবাসেন , আপনার এই ভালোবাসার ওসিলায় আমাদেরকে সিরাতে মুসতাকীমের হেদায়াত দান করুন।

৪.হে আল্লাহ , আমি বিশ্বাস করি যে , আপনার নবী মুহাম্মাদ স . আমাদেরকে মহব্বত এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেন , রাসূল স . এই মহব্বতের ওসিলায় আমাদের সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়াত দান করুন।

ইবনে তাইমিয়া রহ . কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে , রাসূল স .কে ওসিলা করে দুয়া করা যাবে কি ? তিনি উত্তরে লিখেছেন ,

الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به، ومحبته وطاعته، والصلاة والسلام عليه، وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك، مما هو من أفعاله، وأفعال العباد المأمور بها فى حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين

অথর্: আল-হামদুলিল্লাহ , রাসূল স . এর প্রতি ইমান , তার প্রতি মহব্বত , রাসূল স . এর প্রতি দুরুদ ও সালাম , রাসূল স . জন্য যে দুয়া করেছেন বা শাফায়াত করবেন এজাতীয় রাসূল স . এর যেসব কাজ রয়েছে এবং রাসূল স . এর হকের বান্দাদেরকে যেসব আমলের নিদের্শ দেয়া হয়েছে , মাধ্যমে ওসিলা করা সমস্ত ঐকমত্যে জায়েজ।

আল-ফাতাওয়াল কুবরা , খ.১, পৃ .১৪০

সালাফীদের মূল দাবী হলো , ও মৃত ব্যক্তির ওসিলা দিয়ে দু 'য়া করা যাবে না। তাদের কেউ কেউ একে শিরকও বলে। যেমন শায়খ ইবনে উসাইমিন এটাকে এক প্রকার শিরক সাথে আমাদের মূল বিরোধ ব্যক্তির ওসিলা দিয়ে দুয়া করা। এজন্য আমরা শুধু ব্ দিয়ে দুয়া করার দলিল আলোচনা করবো। অন্যান্য ওসিলা যেহেতু তারাও স্বীকার করে , আমরা সেগুলো আলোচনা করব না ।

আমি যদি বলি,

১. হে আল্লাহ রাসূল স . এর ওসিলায় আমার দুয়া কবুল করুন।

২. হে আল্লাহ আপনার নেককার বান্দা আহমাদ শফী সাহেবের ওসিলায় আমার দুয়া কবুল করুন।

এক্ষেত্রে সালাফীরা কয়েকটা দাবী করে থাকে।

১. ওসিলায় দুয়া করার কথা কুরআন -সুন্নাহে নেই।

২. মাধ্যমে ওসিলা জায়েজ , কারণ আমলের পূজা করা হয় না, ব্যক্তির ওসিলা জায়েজ নয়, ব্যক্তির পূজা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলবো , সালাফীদের এই দু 'টি দাবী একেবারেই ভিত্তিহীন দ্বিতীয় দাবী তো তাদের উপরও প্রযোজ্য হয়। কারণ তারা ব্যক্তির কাছে গিয়ে দুয়া চাওয়াকে জায়েজ বলেন। অথচ এক্ষেত্রে পূজার সম্ভাবনা থাকার কারণে নাজায়েজ বলা উচিৎ , কিন্তু তারা এটাকে সম্পূণর্ জায়েজ বলেন। সুতরাং দ্বিতীয় যুক্তিটি একেবারেই ভিত্তিহীন। সালাফীদের প্রথম দাবীও সম্পূণর্ ভুল। কারণ কুরআন -

সুন্নাহে নেই , এই দাবীটি কুরআন - সব কিছু অধ্যয়নের উপর নিভর্র করে। বা অধ্যয়ন না করে ধারণা করে এধরণের দাবী করার কোন যৌক্তিকতা নেই। আমরা আলোকে ব্যক্তির মাধ্যমে ওসিলার দলিলগুলো এখানে উল্লেখ করছি।

দলিল আলোচনার পূবের্ একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ওসিলার ক্ষেত্রে সব -সময় একটা পদ্ধতিতেই ওসিলা করা হবে , এই চিন্তা করা ভুল। আমি যেমন কোন বুজুগের্র কাছে গিয়ে দুয়া চাইতে পারি। আবার সে বুজুগের্র ওসিলা দিয়ে আমি সরাসরি আল্লাহর কাছে দুয়া করতে পারি। আবার আমি নিজের কোন আমলের মাধ্যমেও ওসিলা করতে পারি। এক্ষেত্রে কোন বাধা নিষেধ নেই। একথা করা অন্যায় যে , ওসিলার শুধু একটি মাধ্যমই সব -সময় আমল করি।

একই দুয়ার মধ্যে্য বলতে পারি , হে আল্লাহ আপনি আপনার নাম ও গুণাবলীর ওসিলায়, আমার সমস্ত নেক আমলের ওসিলায়, রাসূল স . এর ওসিলায় আমার মুসীবত দূর করেন আবার আমি উক্ত মুসীবত দূর করার জন্য কোন বুজুগর্কে বলতে পারি , মুসীবত দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করুন। এক প্রকার ওসিলা দিয়ে দুয়া করার অথর্ এই নয় যে , আমি অ্যাপ্লাই করি না বা করাকে অপছন্দ করি। বুজুগের্র কাছে উক্ত দুয়ার আবেদন এটা কখনও প্রমাণ করে না যে , আমি নিজে একথা কখনও বলতে পারি না যে, হে আল্লাহ , রাসূল স . এর ওসিলায় আমার দুয়া কবুল করেন।

সার কথা হলো ,

১. ওসিলার যেসকল প্রকার রয়েছে , আমি ইচ্ছা করলে সবগুলো এক সাথে করতে পারি।

২. ইচ্ছা করলে পৃথক পৃথক বা যে কোন একটা করতে পরি।

৩. প্রকার ওসিলা ব্যবহার এটা প্রমাণ করে না যে , অন্য প্রকার করি না বা আদৌ করবো না।

আমাদের দলিলগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন। সাহাবায়ে কেরাম অনেক একই সাথে দু ’প্রকার ওসিলা ব্যবহার করেছেন। এর কয়েকটি প্রমাণ আমরা আলোচনা করছি।

বোখারী শরীফে রয়েছে , হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ,

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا إذا قحطنا استسقى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالعباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا , وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا , قال: فيسقون.

অথর্: আমরা যখন অনাবৃষ্টির স্বীকার হতাম , তখন হযরত উমর রা. হযরত আব্বাস রা . মাধ্যমে বৃষ্টির দুয়া করতেন। হযরত উমর রা . বলেন, হে আল্লাহ , নিশ্চয় আমরা আমাদের নবী রাসূল স . মাধ্যমে আপনার কাছে ওসিলা করতাম, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন , এখন আমরা আপনার কাছে আমাদের নবীজীর চাচাকে ওসিলা করছি , আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। হযরত আনাস বলেন, এরপর বৃষ্টি হতো।

বোখারী শরিফ , হাদীস নং ৫১১

হাদীস জীবিত ব্যক্তির ওসিলার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই হাদীসে হযরত উমর রা . ব্যক্তির মাধ্যমে ওসিলা প্রমাণ করছে। আর হযরত উমর রা . যখন হযরত আব্বাস রা . কে ওসিলার দুয়া করতে বলছেন , তখন এটি নেককার লোকের কাছে দুয়ার প্রমাণ। মূল কথা হলো , হযরত উমর রা. এই দুয়াটিতে স্পষ্ট ওসীলা রয়েছে। আমাদের কাছে হযরত উমর রা . এর নিজের এই দুয়া যেমন ওসিলার

প্রমাণ , একইভাবে হযরত আব্বাস রা . দুয়া করার জন্য যখন তিনি অনুরোধ করেছেন, সেটাও আরেক প্রকার ওসিলার প্রমাণ। হযরত উমর রা . এর নিজের লক্ষ্য করুন ,

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا , وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا

হে আল্লাহ , নিশ্চয় আমরা আমাদের নবী রাসূল স . মাধ্যমে আপনার কাছে ওসিলা করতাম, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন , এখন আমরা আপনার কাছে আমাদের নবীজীর চাচাকে ওসিলা করছি , আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।

উমর রা. আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দুয়া করেছেন এই দুয়ার মধ্যে হযরত আব্বাস রা . কে ওসীলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হযরত উমর রা . মাধ্যমে ওসীলার প্রমাণ। এবং হযরত আব্বাস রা . দুয়া করতে বলাটা কোন নেককার ব্ মাধ্যমে ওসীলার প্রমাণ। এখানে দু ’প্রকার ওসিলা এক সাথে হয়েছে। একে এক প্রকার বানাবার চেষ্টার কোন সুযোগ নেই।

হাদীসের অন্য বর্ণনা থেকে গুরুত্বপূণর্ একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। বণর্নাটি শায়খ নাসীরুদ্দীন আল -বানী তার আত-তাওয়াসসুল কিতাবের ৬২ পৃষ্টায় এনেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন। হযরত আব্বাস রা দুয়া করেছেন ,

اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ، ولم يكشف إلا بتوبة ، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك ، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث .

অথর্: হে আল্লাহ , বালা মুসীবতই গোনাহের কারণে আসে , আর তৌবা ছাড়া এটি দূর হয় না , হে আল্লাহ , জাতি আমার মাধ্যমে আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছে , কারণ আপনার প্রিয় নবীর সাথে আমার সম্পকর্ রয়েছে (নবীজীর

চাচা)। আপনার সামনে আমাদের গোনাহগার হাতগুলো উপস্থিত , আর উপস্থিত আমাদের তৌবার কপাল , আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।

আত-তাওয়াসসুল , পৃ .৬২

হযরত আব্বাস রা . এখানে গুরুত্বপূণর্ কয়েকটি কথা বলেছেন।

১. তিনি আল্লাহর কাছে দুয়ার সময় বলেছেন , জাতি আমার মাধ্যমে হে আল্লাহ আপনার কাছে আবেদন করেছে। এখানে স্পষ্টভাবে হযরত আব্বাস রা . এর ওসিলা প্রমাণিত। হযরত আব্বাস রা . দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যার সুযোগ নেই।

২.সাহাবায়ে কেরাম রা . হযরত আব্বাস রা . এর ওসিলা গ্রহণের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন , হযরত আব্বাস রা . এর সাথে রাসূল স . এর আত্মীয়তার সম্পকের্র কারণে। কারণ তিনি রাসূল স . এর চাচা ছিলেন। রাসূল স . এর সাথে এই সম্পকের্র কারণে তার ওসিলা গ্রহণ পরোক্ষভাবে রাসুল স . এর ওসিলা গ্রহণ। হযরত উমর রা . দুয়ার মধ্যেও এই সম্পকের্র কথা বলেছেন। তিনি বলেন , হে আল্লাহ , নবীজীর চাচার মাধ্যমে আপনার কাছে আবেদন করছি। উমর রা. এর কথা থেকেও সম্পকের্র গুরুত্ব স্পষ্ট। সুতরাং এখানে হযরত আব্বাস রা . ও হযরত উমর রা. বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে , মূলত : এখানে রাসূল স . এর ওসিলা দিয়ে দুয়া করা হয়েছে।

সম্পূণর্ ঘটনা থেকে যেসকল বিষয় প্রমাণিত হয় ,

১. হযরত উমর রা. দুয়ার মধ্যে হযরত আব্বাস রা . এর ওসিলা করেছেন। এবং পরোক্ষভাবে হযরত আব্বাস রা . এর ওসিলার কারণ হলো , তিনি রাসূল স . এর চাচা।

২.হযরত আববাস রা. বক্তব্য থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরাম মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আবেদন করেছে। হযরত আব্বাস রা. এর
স্বীকারোক্তিতে বিষয়টি প্রমাণিত।

৩. হযরত উমর রা. হযরত আব্বাসকে দুয়া করার কথা বলেছেন এর মাধ্যমে কোন নেককার লোকের কাছে দুয়া চাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।

৪. হযরত উমর রা. সাহাবী হযরত আব্বাস রা. এর ওসিলা গ্রহণের মূল কারণ
হলো, হযরত আব্বাস হলেন রাসূল স. এর আপন চাচা। রাসূল স. এর সাথে তার সম্পকর্ের কারণে এই ওসিলা করা হয়েছে। সুতরাং মূল ওসিলা করা হয়েছে রাসূল স. মাধ্যমে। হযরত আব্বাস রা. স্পষ্ট বক্তব্য থেকে বিষয়টি প্রমাণি। হযরত আব্বাস বলেছেন, “হে আল্লাহ, আমার জাতি আপনার কাছে আমার আবেদন করেছে, কারণ আপনার নবীর সাথে আমার বিশেষ সম্পকর্ রয়েছে”। হযরত আব্বাস রা. এই স্পষ্ট বক্তব্য থেকে রাসূল স. এর ইন্তেকালের পরে রাসূল স. মাধ্যমে ওসিলা দেয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

হযরত উমর রা. এর ঘটনায় মোট তিন প্রকারের ওসিলা প্রমাণিত হয়েছে।

১. ব্যক্তির ওসিলায় দুয়া করা। (বোখারীতে বর্নিত, হযরত উমর রা. এর নিজের দুয়া)।

২.কোন নেককার লোকের কাছে দুয়ার আবেদন করা। (হযরত আব্বাস রা. কে উমর রা. দুয়ার অনুরোধ করেছেন)।

৩. ব্যক্তির ওসিলা দেয়া। (হযরত আব্বাস রা. দুয়ার সময় রাসূল স. এর সাথে তার সম্পকর্ের কথা বলে দুয়া করেছেন)

এই তিন প্রকারের ওসিলা উক্ত সহীহ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। বক্তব সালাফীদের নিজেদের বানানো আকিদার বিরোধী হওয়ার কারণে তারা বিভিন্নভাবে এগু করার চেষ্টা করেছে। সালেহ আল -মুনাজ্জিদ , অন্যান্যরা ঘটনাকে বিকৃত করার চেষ্টা করলেও বাস্তবতা সকলের কাছে স্পষ্ট। তারা এক্ষেত্রে একটা ভিত্তিহীন দাবী করেছে যে , হযরত উমর রা. হযরত আব্বাস রা .কে বলেছেন, হে আব্বাস , আপনি উঠুন কাছে দুয়া করুন। এই বক্তব্যের মাধ্যমে দাবী করেছে যে , এখানে শুধু হযরত আব্বাস রা এর কাছে দুয়া চাওয়া হয়েছে। এছাড়া আর কিছুই নয়। এটা সালেহ আল -মুনাজ্জিদ ও শায়খ আলবানীর স্পষ্ট বিকৃতি। নীচের লিংকে শায়খ মুনাজ্জিদের বিকৃতির নমুনা দেখতে পাবেন ,
https://islamqa.info/ar/118099

আমরা সহীহ দু ’টি হাদীসের আলোকে তাদের এই বিকৃতির জওয়াব উল্লেখ করেছি আল-হামদুলিল্লাহ। হযরত উমর রা . হযরত আব্বাসকে দুয়া করতে বলেছেন এটা অন্য প্রকারের ওসিলার তো বিরোধী নয়। সুতরাং এটা দিয়ে বাকী প্রকারের ওসিলা অস্বীকারের অপচেষ্টা নিতান্ত হাস্যকর। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

দ্বিতীয় দলিল :

ওসিলার বিষয়ে হযরত উসমান বিন হানিফ রা . বিখ্যাত হাদীস রয়েছে। হাদীসটি সহীহ হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সালাফী আলেমগণও হাদীসটিকে সহীহ করতে বাধ্য হয়েছেন।

হযরত উসমান বিন হানিফ রা . থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ,

عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ادع الله أن يعافيني . فقال صلى الله عليه وسلم : (إن شئت دعوت لك ، وإن شئت أخّرتُ ذاك ، فهو خير لك. [وفي رواية : (وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك)] ، فقال : ادعهُ. فأمره أن يتوضأ ، فيحسن وضوءه ، فيصلي ركعتين ، ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك ، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد إني توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي هذه ، فتقضى لي ، اللهم فشفّعه فيَّ وشفّعني فيه) . قال : ففعل الرجل فبرأ

অথর্: দৃষ্টির এক ব্যক্তি রাসূল স .কে এর কাছে এসে বললেন, আল্লাহর কাছে আমার সুস্থতার জন্য দুয়া করুন। রাসূল স . বললেন, চাইলে আমি তোমার জন্য দুয়া করবো , আর চাইলে দুয়াকে বিলম্বিত করবো এটা তোমার জন্য উত্তম। সে বলল, আপনি আল্লাহর কাছে দুয়া করুন। রাসূল স . তাকে ওজু করার নিদের্শ দিলেন। তাকে উত্তম রূপে উজু করে দু ’রাকাত নামায পড়ার আদেশ দিলেন এবং এই দুয়া পড়তে বললেন। হে আল্লাহ , আমি আপনার কাছে প্রাথর্না করছি, আপনার নবী, রহমতের নবীর ওসিলায় আপনার কাছে চাচ্ছি , হে মুহাম্মাদ , আপনার মাধ্যমে আমার প্রভূর কাছে আমার এই প্রয়োজনে আবেদন করেছি যেন এটি পূরণ হয়। হে আল্লাহ , রাসূল স . আমার ব্যাপারে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করুন এবং রাসূল স . মাধ্যমে আমার এই দুয়াকে কবুল করেন।

হযরত উসমান বিন হানিফ রা . বলেন, লোকটি এই দুয়া করলো। এরপর সে ভালো হয়ে গেলো।

(মুসনাদে আহমাদ , খ.৪, ১৩৮ পৃ , তিরমিজী শরীফ , খ.৫, পৃ .৫৬৯, ইবনে মাজা খ .১, পৃ .৪৪১, সহীহ ইবনে খোজাইমা , খ.২, পৃ .২২৫)

উক্ত সহীহ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত। ১ . রাসূল স . এর কাছে এসে লোকটি দুয়ার আবেদন করেছে। এটি এক ধরণের ওসিলা। ২ . রাসূল স . এর

ওসিলায় দুয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং রাসূল স .। কারণ উক্ত দুয়াটি রাসূল স . এর শেখানো। ৩ . ব্যক্তি রাসূল স . এর ওসিলা দিয়ে দুয়া করেছে।

তিনটি বিষয় মূল হাদীসের বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত কারও ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণের সুযোগ নেই। নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেবে তার আত - ন্যায় প্রমাণিত বিষয়টাকে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেও ব্যথর্ হয়েছে। তার আত- যেসব হাস্যকর অপব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন , সেগুলোর সাথে হাদীসের দূরতম সম্পকর্ নেই। এগুলো শুধু কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি বাস্তবে কোন দলিল হয়নি। কারণ হাদীসের মূল বক্তব্েয দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ওসিলা রয়েছে।

সাহাবী যখন বলেছেন ,

اللهم إني أسألك ، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة

অথর্: হে আল্লাহ , আমি আপনার কাছে প্রাথর্না করছি , আপনার কাছে আপনার নবী , রহমতের নবীর ওসিলায় আবেদন করছি।

ওসিলা থাকার পরে আমাদের আলবানী সাহেবের অপব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। রাসূল স . এর হাদীসের বিপরীতে তিনি যদি পূণর্ একটি কিতাবও লিখেন , সেটা কখনও আমাদের কাছে দলিল হবে না।

হলো , অপব্যাখ্যা করে শেষে লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে , রাসূল স . এর সত্ত্বার ওসিলায় দুয়া প্রমাণিত হলেও সেটা শুধু রাসূল স . এর সাথে খাস অন্য কারও ক্ষেত্রে নয়।

আলোর মতো স্পষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন অপব্যাখ্যা , যুক্তি ও সন্দেহ ঢুকিয়ে এরপরে এটাকে রাসূল স . সাথে খাস করার কী উদ্দেশ্য ? আর তিনি বিষয়টিকে রাসূল স . এর সাথে খাস করার দলিল কোথায় পেলেন ?

শায়খ আলবানী বা সালেহ আল- নিজেদের মতের বিরোধী হওয়ার কারণে হাদীসটি অপব্ করার চেষ্টা করেছে , তাদেরকে আমরা বলবো , হাদীসের মূল বক্তব্য দ্বারা বিষয়টি পর আপনাদের যুক্তি ও ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই হাদীসের বক্তব্যকেই করবো। আর আপনাদের কোন একটা বক্তব্য যদি গ্রহণযোগ্য হতো , তাহলেও সেটা বিবেচনা আসতো এই হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্্যের বিপরীতে তারা যা লিখেছেন , সবই অসার ও ভিত্তিহীন যুক্তি। আল্লাহ ক্ষমা করুন।

তৃতীয় দলিল :

عن سليم بن عامر الخبائري , أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - وأهل دمشق يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟، فناداه الناس , فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم أنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي , يا يزيد , ارفع يديك إلى الله، فرفع يزيد يديه، ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب، كأنها ترس , وهبت لها ريح، فسقينا , حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم.

অথর্: হযরত সুলাইম ইবনে আমের আল-খাবাইরী থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , আকাশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলো। হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা . ও লোকেরা বৃষ্টির জন্য দুয়া করতে বের হলো। হযরত মুয়াবিয়া রা . যখন মেম্বারে বসলেন , তিনি বললেন , ইয়াজীদ বিন আসওয়াদ জুরাশী কোথায় ?

লোকেরা তাকে ডাক দিলো। সে লোকদের ভিড় ঠেলে আসতে লাগলো। হযরত মুয়াবিয়া রা. তাকে নিদর্েশ দিলেন। তিনি মেম্বারে উঠে হযরত মুয়াবিয়া রা. এর পায়ের কাছে বসলেন। হযরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, হে আল্লাহ, আমরা আজ সবচেয়ে ভালো ও সবোর্ত্তম ব্যক্তিকে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করছি, হে আল্লাহ, আপনার কাছে আজ ইয়াজীদ বিন আসওয়াদ জুরাশীকে মাধ্যম বানিয়ে আবেদন করছি।

হে ইয়াজীদ, উদ্দেশে্য, তুমি তোমার হাত উত্তোলন করো। ইয়াজীদ ইবনে তখন হাত উঠালেন। লোকেরাও তার সাথে হাত উঠালো। কিছুক্ষণের মধে্য পশ্চিম আকাশে ঢালের মতো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিলো। চার দিকে বাতাস বইতে শুরু করল। আমাদের উপর এমন বৃষ্টি হলো যে, লোকেরা তাদের বাড়ীতে যেতে পারছিল না।

ইরওয়াউল গালীল, হাদীস নং ৬৭২, একইভাবে শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী তার আত-তাওয়াসসুল কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

শায়খ আলবানী তার দু’টি কিতাবে এই বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। এই বর্ণনায় আমাদের মূল দলিল হলো, হযরত মুয়াবিয়া রা. এর দুয়াটি। দুয়াতে তিনি স্পষ্টভাবে হযরত ইয়াজীদ বিন আসওয়াদের ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুয়া করেছেন। এই হাদীসে দু’প্রকারের ওসিলা প্রমাণিত হয়েছে।

১. হযরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজীদ বিন আসওয়াদ এর সত্ত্বার ওসিলা দিয়ে দুয়া করেছেন।

২. ইয়াজীদ বিন আসওয়াদকে দুয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

এছাড়াও হাদীসে হযরত মুয়াবিয়া রা. বক্তব্য থেকে ম্পষ্ট যে, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ, মাঝে সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে ভালো ব্যক্তির ওসিলা দিয়ে আপনার কাছে আবেদন করছি এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ওসিলা দেয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো, প্রিয়ভাজন ব্যক্তির ওসিলা দেয়া। ইয়াজীদ ইবনে আসওয়াদকে আল্লাহর প্রিয় পাত্র মনে করেই ওসিলা করা হয়েছে।

আরও অনেক দলিল রয়েছে সেগুলো আমরা অন্য কোন আলোচনায় লিখবো ইনশা আল্লাহ। সবর্শেষ সালাফীদের অবস্থান সম্পকর্ে একটি গুরুত্বপূণর্ কথা বলতে চাই।

শরীয়তে কোন বিষয়কে হারাম, না-জায়েজ, বা শিরক বলতে হলে অবশ্যই এর পক্ষে দলিল লাগবে। আমরা এখানে রাসূল স. এর শিক্ষা, হযরত উমর রা. এর মতো খলিফায়ে রাশেদ এর দুয়া, রাসূল স. এর সম্মানিত চাচা হযরত আব্বাসের দুয়া, হযরত মুয়াবিয়া রা. এর দুয়া থেকে দিনের আলোর মতো সহীহ মাধ্যমে প্রমাণ দিয়েছি আল-হামদুলিল্লাহ।

সালাফী ভাইয়েরা যখন এটাকে না-জায়েজ বলবেন, অবশ্যই এধরণের স্পষ্ট দলিল দিতে হবে। আমরা তাদের কাছ থেকে দলিল চাচ্ছি, যেখানে রাসূল স. বলেছেন, তোমরা ওসিলা করো না। কেননা ওসিলা শিরক।

হারাম, না-জায়েজ বা শিরকের মাত্র একটা হাদীস বা আয়াত দেখাতে হবে। আপনাদের নিজস্ব গবেষণা, ব্যাখ্যা নয়। আমাদের মতো স্পষ্ট দলীল।
মনে রাখবেন, আপনাদের শরীয়তের দলিল ছাড়া আপনাদের গবেষণা, যুক্তি আমাদের বিন্দুমাত্র কোন মূল্য রাখে না। সুতরাং যখন ওসিলাকে না-জায়েজ বলবেন, তখন ওসিলা নাজায়েজ হওয়ার স্পষ্ট দলিল দিবেন, যখন শিরক বলবেন, তখন শিরক হওয়ার স্পষ্ট দলিল দিবেন শরীয়তের দলিল ছাড়া কোন ব্যক্তির গবেষণা বা যুক্তি আনবেন না আশা করি। আপনাদের গবেষণাটি ইবনে তাইমিয়া

রহ. এর হোক, কিংবা আলবানী সাহেবের, শরীয়তের দলিল ছাড়া শুধু তাদের নিজস্ব আমাদের কাছে দলিল নয়।

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মক্কার মুশরিকদের বিশ্বাস (১)
IJHARUL ISLAM·SUNDAY, 15 OCTOBER 2017

মক্কার মুশরিকরা এককভাবে আল্লাহ তায়ালাকে রব বা ইলাহ হিসেবে
বিশ্বাস করত না। তারা তাউহিদ বা এককত্বে বিশ্বাসী ছিলো না। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মক্কার মুশরিকদের আকিদা বিশ্বাস তুলে ধরা হয়েছে। তবে তাদের সকলেই একই বিশ্বাসের উপর ছিল না। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। অধিকাংশই মূর্তি পূজা করত। এছাড়াও আরও কিছু বিশ্বাস তাদের মধ্যে ছিল।

১। মক্কার মুশরিকদের কেউ কেউ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বিশ্বাস করে তাদের পুজা করত।

২। কেউ ছিল দাহরিয়া। তাদের বিশ্বাস ছিল, কাল বা সময় তাদেরকে ধ্বংস করে। কেউ কেউ মুলহিদ ছিল। এরা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করত না।

৩। অনেকে গ্রহ-নক্ষত্রের পুজা করত।

৪। কেউ কেউ জিন ও শয়তানের পুজা করত।

৫। আরবদের কেউ কেউ অগ্নি পুজা করত।

মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে কী ধরণের বিশ্বাস রাখত সেগুলো আমরা পবিত্র কুরআন থেকে উল্লেখ করছি।

মুশরিকরা তাদের রব বা ইলাহ সম্পর্কে বিশ্বাস করত যে , এরা নিজেদের ক্ষমতায় তাদের উপকার ও ক্ষতি করতে পারে। এসব মূর্তি তাদের সম্মান ও ইজ্জতের মালিক।

সুরা মারইয়ামে আল্লাহ তায়ালা এদের সম্পর্কে বলেছেন ,

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে , যাতে তারা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হয়। [সুরা মারঈয়াম ১৯ - :৮১]

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

কখনই নয় , তারা তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। [সুরা মারঈয়াম ১৯ - :৮২]

ইবনে কাসির রহ : এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ,

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم : أنهم اتخذوا من دونه آلهة ، لتكون تلك الآلهة {عِزًّا} يعتزون بها ويستنصرونها

আল্লাহ তায়ালা কাফের মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন , তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের সাহায্যকারি হিসেবে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। এদের কাছে তারা সাহায্যের আবেদন করে থাকে।

তাফসিরে ইবনে কাসির -https://goo.gl/Moh5ek

ইমাম কুরতুবি রহ : তার তাফসিরে লিখেছেন , মক্কার মুশরিকরা তাদের রব বা ইলাহকে তাদের সাহায্যকারী মনে করত। এরা বিশ্বাস করত , তাদের এসব ইলাহ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। ইমাম কুরতুবি রহ : এর বক্তব্যের আরবি পাঠ -

قوله تعالى: (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) يعني مشركي قريش. و" عِزًّا" معناه أعوانا , ومنعة يعني أولاداً. والعز المطر الجود أيضا قاله الهروي.
وظاهر الكلام أن" عِزًّا" راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. ووحد لأنه بمعنى المصدر , أي لينالوا بها العز ويمتنعون بها من عذاب الله

তাফসিরে কুরতুবি - https://goo.gl/RPKkxd

মোটকথা তারা বিশ্বাস করত , তাদের রব বা ইলাহদের নিজস্ব ক্ষমতা আছে। এই শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে তারা সাহায্য করবে। আল্লাহর আজাব আসলে আল্লাহর আজাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে।

সুরা ইয়াসিনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ,

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ

তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। [সুরা ইয়া -সীন ৩৬ :৭৪]

ইমাম খাজিন রহ : তার তাফসিরে লিখেছেন ,

{ واتخذوا من دون الله آلهة} يعني الأصنام { لعلهم ينصرون} أي لتمنعهم من عذاب الله ولا يكون ذلك قط { لا يستطيعون نصرهم } قال ابن عباس : لا تقدر الأصنام على نصرهم ومنعهم من العذاب

[illegible]

[illegible]

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

[illegible] [[illegible]]

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا

[illegible] [[illegible]]

[illegible]

[illegible],

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

[illegible], [illegible] [[illegible]]

[illegible]: [illegible],

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ، يرجون نصرهم ورزقهم ، ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه

[illegible]

[illegible]-https://goo.gl/13qBB7

[illegible]: [illegible],

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

[illegible]? [illegible], [illegible] [[illegible]]

[illegible], [illegible],

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

[illegible], [illegible], [illegible] [[illegible]]

[illegible]: [illegible],

وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا) يقول جلّ ثناؤه: إن أوثانكم التي تعبدونها، لا تقدر أن ترزقكم شيئا . (فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ) يقول: فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم

[illegible], [illegible], [illegible] “[illegible]” [illegible], [illegible]

[illegible]

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ

[illegible] [[illegible]]

[illegible]

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ

[illegible] [[illegible]]

[illegible]

قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً

[illegible] [[illegible]]

ইবনে জারির রহ : এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন ,

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- : قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه، ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه عند ضرّ ينزل بكم، فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم، أو تحويله عنكم إلى غيركم، فتدعوهم آلهة، فإنهم لا يقدرون على ذلك، ولا يملكونه، وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم

আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন , হে মুহাম্মাদ , আপনার গোত্রের মুশরিকদেরকে বলুন , হে লোকসকল, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ইলাহ ও রব মনে করো তোমাদের বিপদে তাদেরকে ডাকো। তোমরা দেখ, তারা তোমাদের বিপদ দূর করতে পারে কি না কিংবা তোমাদের থেকে বিপদ হটিয়ে অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে কি না। তারা যদি এগুলো পারত , তাহলে তাদেরকে তোমরা ইলাহ বলতে। অথচ তারা এগুলো করতে সক্ষম নয়। তারা এর মালিকও নয়। বরং বিপদ দূর করার মালিক হলেন , তোমাদের ও তাদের সবার স্রষ্টা আল্লা তায়ালা।

মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর বড়ত্ব ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলো না।
আল্লাহ তায়ালাকে তুচ্ছ -তাচ্ছিল্য করা এমনকি গালি দেয়ার দু :সাহস রাখত তারা। তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে মূর্তির মর্যাদা ছিল বেশি।

সুরা আনআমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ,

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না , যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজ কর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করত। [সুরা আন'য়াম _ ৬:১০৮]

তাফসিরে তবারিতে ইবনে জারির তবারি রহ : লিখেছেন , মক্কার মুশরিকরা রাসুল স : কে উদ্দেশ্য করে বলে ,

يامحمد ، لتنتهين عن سب آلهتنا، أو لنهجون ربك

হে মুহাম্মাদ , তুমি হয়ত আমাদের ইলাহদের মন্দ বলা থেকে বিরত হবে নতুবা আমরা তোমার রবের নিন্দা করব।

তাদের সামনে এককভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে তারা নাখোশ হত। পবিত্র কুরআনে রয়েছে ,

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

যখন এককভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় , তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না , তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায় , আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয় , তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে। [সুরা যুমার ৩৯ _ :৪৫]

সুরা বনী ইসরাইলে আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا

[illegible] [[illegible]]

[illegible]

[illegible]

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا

[illegible] [[illegible]]

[illegible]

وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَـذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ

[illegible]

এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের , তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ। [সুরা আন'য়াম - ৬:১৩৬]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের অন্তরে আল্লাহর মর্যাদা কেমন ছিল , সেটি তুলে ধরেছেন। মুশরিকরা তাদের ফসলের একটি অংশ আল্লাহর জন্য রাখত এবং একটি অংশ তাদের দেব -দেবির জন্য রাখত। কখনও আল্লাহর অংশের কোন ফসল বা ফল যদি দেব-দেবির অংশে চলে যেত , তাহলে তারা দেব -দেবির অংশেই তা রেখে দিত। কিন্তু দেব -দেবির অংশের কোন কিছু যদি আল্লাহর অংশে চলে যেত, তাহলে তারা সেটি দেব -দেবির অংশে ফিরিয়ে দিত।

আল্লাহর চেয়ে এদের অন্তরে প্রতিমার মর্যাদা ছিল বেশি। এজন্য আল্লাহর অংশের কোন ফসল প্রতিমার অংশে গেলে তারা তা কখনও ফিরিয়ে আনত না। কিন্তু প্রতিমার অংশেরটা ঠিকই ফিরিয়ে আনত। আল্লাহ তায়ালা এদের এই নিকৃষ্ট কাজকে মন্দ বিচার আখ্যায়িত করেছেন।

উহুদের ময়দানে মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়ে আবু সুফিয়ান (রাযি :) হুবাল মূর্তির বন্দনা করেছিল। রাসুল স : প্রতি উত্তরে বলেছিলেন , আল্লাহ মহান।

মক্কার মুশরিকদের কেউ কেউ আল্লাহকে অস্বীকার করত। অনেকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

[illegible] [[illegible]]

[illegible],

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

[illegible] [[illegible]]

[illegible],

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

[illegible] [[illegible]]

[illegible]

আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ

তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি , যখন তারা বললঃ আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। [সুরা আন'য়াম ৬ :৯১]

সুরা ঝুমারে একই ধরণের বক্তব্য রয়েছে।

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্ববারি রহ : ইবনে আব্বাস রাযি : থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ইবনে আব্বাস রাযি : বলেন,

هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم!، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير، فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك، فلم يقدر الله حق قدره.

অর্থাৎ এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সেসব কাফেরদের উদ্দেশ্য করেছেন , যারা আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলো না। যে বিশ্বাস করল , আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান , সে আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করল। আর যে এটি বিশ্বাস করল না , সে আল্লাহকে থার্থ মূল্যায়ন করল না।

মোটকথা, মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ তায়ালাকে এককভাবে রব বা ইলাহ হিসেবে স্বীকার করত না। দেব -দেবি ও প্রতিমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বিশ্বাস করত। তারা মনে করত , দেব -দেবিরা তাদেরকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতায় তারা বিশ্বাসী ছিলো না।

[illegible]

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

[illegible] [[illegible]]

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

[illegible] [[illegible]]

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

[illegible] [[illegible]]

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ

[illegible] [[illegible]]

قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

[illegible]

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

[illegible]

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

[illegible]

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

[illegible]

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

[illegible]

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

[illegible]

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

[illegible] ? [[illegible]]

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

[illegible]? [[illegible]]

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

[illegible] [[illegible]]

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

[illegible] [[illegible]]

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

[illegible] [[illegible]]

[চলবে]

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ে কিছু মৌলিক কথা (১)

IJHARUL ISLAM·SATURDAY, 20 FEBRUARY 2016

মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম ইবনুল জাওযী রহ . বলেন,

سمعوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، فأثبتوا له صورة ووجها زائدا على الذات، وعينين وفماً ولهوات، وأضراسا وأضواء لوجهه هي السبحات، ويدين وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين، .....، فسموها بالصفات تسميةً مبتدعةً لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل،.....، سموا الأخبار أخبار صفات، وإنما هي إضافات، وليس كل مضاف صفة، فإنه قال سبحانه وتعالى ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾، وليس لله صفة تسمى روحا، فقد ابتدع من سمى المضاف صفة،

তারা একটা হাদীস শুনেছে। আল্লাহ তায়ালা আদম আ .কে তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এই হাদীস শুনে তারা আল্লাহর জন্য আকৃতি , সত্তার অতিরিক্ত চেহারা , দু ’চোখ , মুখ , চোয়াল , মাড়ির দাঁত , চেহারার আলো ও ঔজ্জ্বল য, দু ’হাত , আঙ্গুলসমূহ , হাতের পিঠ , কনিষ্ঠাঙ্গুল , বৃদ্ধাঙ্গুল , বুক , রান , পিন্ডলী এবং দু ’পা সাব্যস্ত করেছে। এগুলোকে তারা বিদয়াতী (নব-আবিষ্কৃত) পদ্ধতিতে সিফাত বা আল্লাহর গুণ নাম দিয়েছে। এগুলো সিফাত ব্যাপারে না শরীয়তের কোন দলিল আছে , না যৌক্তিক কোন প্রমাণ আছে। এজাতীয় হাদীসগুলোকে তারা আল্লাহর গুণবাচক হাদীস নামকরণ করেছে। অথচ এগুলো হলো ইজাফাত বা সম্পৃক্তকরণ (একটি বিশেষ্য বা সবর্নামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমন , হাসানের বই। বইটি হাসানের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে মাত্র। বই হাসানের কোন গুণ বা সিফাত নয়। একইভাবে হাসানের হাত। হাত হাসানের কোন গুণ বা সিফাত নয়। যেটি কোন

ভাষাতেই গুণ নয় , সেটিকে গুণ বলার কোন শরয়ী ও ভাষাগত যৌক্তিকতা নেই)

অন্য একটি বিশেষ্যের দিকে সম্পৃক্ত করলেই সেটি গুনবাচক হয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন , আমি তার মাঝে আমার রুহকে ফুৎকারের প্রবেশ করিয়েছি। আল্লাহর রুহ বা আত্মা নামে কোন সিফাত নেই। এরা ইজাফাত বা সম্পৃক্তকরণকে সিফাত বলার নতুন বিদয়াতী পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।

(দাফউ শুবাহিত তাশবীহ , পৃ .৯-১১, ইমাম ইবনুল জাওযী রহ .)

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ .বলেন,

وهذه الأشياء التي ذكرناها، من الوجه واليد والساق والقدم والجنب والعين. هي عند أهل اللغة أجزاء لا أوصاف، فهي صريحة في التركيب للأجسام، فذِكْرُ لفظ الأوصاف تلبيس، وكل أهل اللغة لا يفهمون من الوجه، والعين، والقدم إلا الأجزاء، ولا يفهم من الاستواء بمعنى القعود إلا أنه هيئة المتمكن، ولا من المجيء والإتيان والنزول إلا الحركة الخاصة بالجسم. وأما المشيئة والعلم والقدرة ونحوها فهي صفات ذات.

অথর্: চেহারা , হাত , পায়ের পিন্ডলী , পা , দেহের পাশ , চোখ এগুলো সবই ভাষাবিদদের নিকট দেহের অংশ , এগুলো কোন সিফাত বা গুণ নয়। দেহের অবকাঠামো গঠনে এগুলো খুবই স্পষ্ট। এগুলো সিফাত বলা এক ধরণের ধোঁকা। কোন ভাষার কেউ -ই চেহারা , চোখ , পা দ্বারা দেহের অংশ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এবং বসার অথের্ ইস্তেওয়া বলতে অবস্থানকারী একটি বিশেষ আকৃতি বোঝায়। একইভাবে আগমন , প্রস্থান , অবতরণ এগুলো দ্বারা দেহের একটি বিশেষ গতি বোঝায়। অপর পক্ষে ইচ্ছা , জ্ঞান , ক্ষমতা এগুলো হলো সত্তার গুণ।

[আস-সাইফুস সাকীল, পৃ.১৬৭]

ইমামদ্বয়ের বক্তব্যের সারমর্ম হলো,

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর দিকে যে হাত পা সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এগুলো সবই ইজাফাত হিসেবে এসেছে। এগুলো কোনটিই সিফাত বা গুণ ব্যবহৃত হয়নি। সুতরাং হাতকে গুণ বলা একধরনের তা’বীল। পৃথিবীর কোন ভাষায় হাত,পা, চোখ, পিন্ডলী কোনকালেই গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং ইজাফাতকে গুণ বলার শরয়ী ও ভাষাগত কোন ভিত্তি নেই। ইবনুল জাওযী রহ. এর মতে এটি একটি বিদয়াতী পন্থা।

সালাফীদের আকিদার একটি মৌলিক নীতি হলো, হাত, পা, চোখ এগুলোকে তার বাহ্যিক ও সরল অর্থে বিশ্বাস করতে হবে।

পৃথিবীর কোন ভাষায় হাত, পা, চোখ এগুলো সরল অর্থে কোন গুণ বোঝায়
না। হাত বললে আমরা কখনও কারও গুণ বুঝি না। সুতরাং হাতের সরল অর্থ
কখনই গুণ হতে পারে না। হাতকে গুণ বলার অথর্ই হলো, সালাফীরা তাদের
এই মূলনীতি সম্পূণর্ভাবে লঙ্ঘণ করেছে। সালাফীরা হাতের সরল অর্থই
যদি বিশ্বাস করে, তাহলে একটিমাত্র উদাহরণ দেখাক, যেখানে হাত আক্ষরিক বা সরল গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হাসানের হাত বললে কখনও হাত হাসানের
হয় না। এটি খুবই সাধারণ ব্যাপার।

এগুলো সিফাত বা গুণ না হওয়া সত্ত্বেও এগুলোক গুণ বলে হয়তো
সালাফীরা সাধারণ মানুষকে ধোকা দিচ্ছে না হয়, তারা সরল অর্থে
বিশ্বাসের যে মূলনীতি বলেছে, এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব একটি মূলনীতি।
ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ. তো স্পষ্ট করে বলেছেন, হাত, পা ও চোখকে সিফাত বলাই এক ধরণের ধোঁকা।

সালাফীদের আরেকটি মূলনীতি হলো ,

نثبت ما أثبت الله ورسوله و ننفي ما نفي الله ورسوله

অথর্: তার রাসূল আল্লাহর জন্য যা কিছু সাব্যস্ত করেছেন , আমরা সেটি আল্লাহর জন করি, আল্লাহ ও তার রাসূল আল্লাহকে যা থেকে মুক্ত ঘোষণা দিয়েছেন , আমরাও সেগুলো থেকে আল্লাহকে মুক্ত বলি।

সালাফীদের এই মূলনীতিটি দেখতে বেশ সুন্দর। একজন সাধারণ পাঠক খুব সহজেই তাদের এই মূলনীতিতে ধোঁকায় পড়বে। তবে বাস্তবতা হলো , এটি দেখতে যতো সুন্দর এর চেয়ে বেশি বাস্তবতা বিবর্জিত। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই মূলনীতির না কোন ভিত্তি আছে , না যৌক্তিক কোন প্রমাণ আছে। একেবারে অন্ত: ভিত্তিহীন একটি মূলনীতি।

আমার সামনে তারা যখন এই মূলনীতি বলে তখন আমি বেশ খুশি হই। এদেরকে যখন জিজ্ঞেস করি , বোখারী শরীফের হাদীসে আল্লাহ তায়ালা নিজের সম্পর্কে বলেছেন, আমি বান্দার হাত হয়ে যায় , আমি বান্দার চোখ হয়ে যায়। এগুলো তো নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এই হাদীসের উপর আপনাদের উপর্যুক্ত ব্যবহার করুন। তখন তাদের পরিস্থিতি থাকে উপভোগ করার মতো। মুহূর্তেই সমস্ত মূলনীতি ভুলে যায়।

তাদের এই অন্ত: মূলনীতির উপর পরবর্তীতে বিস্তারিত লিখবো ইনশা আল্লাহ।

মূলকথা হলো , সালাফীদের এই মূলনীতি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও তাদের কল্পনাপ্রসূত। আল্লাহ কোথায় বলেছেন , হাত, পা, আমি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছি। এগুলো আমার সিফাত বা গুণ। আল্লাহর রাসূল স .কোথায়

বলেছেন, হাত ,পা, যখন আমি ব্যবহার করি , তখন এগুলো দ্বারা আল্লাহর সিফাত গুণ উদ্দেশ্য নেই সাধারণ আরবী ব্যবহার থেকে আপনারা কীভাবে বুঝলেন যে, তার গুণ বা সিফাত সাব্যস্তের জন্য ব্যবহার করেছেন। এগুলো দ্বারা যে আল্লাহ নিজের সিফাত বুঝিয়েছেন , এই কথাটা কোথায় পেলেন ? আপনাদের কাছে কি নতুনভাবে ওহী এসেছে যে , আল্লাহর দিকে কিছু সম্পৃক্ত হলেই সেটি আল্লাহর গুণ বা সিফাত হবে ?

আপনারা কীভাবে জানলেন যে , এগুলো নিজের সিফাত প্রমাণের জন্য ব্যবহার করেছেন।

সালাফী ভাইয়েরা হয়তো বলবেন , আল্লাহর হাত , আল্লাহর চোখের কথা যেহেতু আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন , সুতরাং আমরা বলবো আল্লাহর শান অনুযায়ী হাত আছে। এটা সিফাত না অঙ্গ , সেগুলো আমাদের জানার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বলেছেন , আল্লাহর হাত , আমরাও বলবো আল্লাহর হাত। সিফাত না কি অন্য কিছু সেই বিতর্কে আমরা যেতে চাই না।

আমি বলবো, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। একটু ধৈর্য্য ধরুন। আমি পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত দেখাই। দয়া করে আপনার মূলনীতির উপর অটল থাকবেন।

সূরা আল-ইমরানের ৭২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ,

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আয়াতে আল্লাহ তায়ালা “ওয়াজহান নাহার ” শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবীতে ওয়াজহুন শব্দের অর্থ চেহারা। আর নাহার শব্দের অর্থ দিন। ওয়াজহান নাহার এর অর্থ হলো দিনের চেহারা।

“দিনের চেহারা ” এর কথা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে যেহেতু বলেছেন , সুতরাং দিনের চেহারা আছে। সালাফীদের মূলনীতি অনুযায়ী বলতে হবে , দিনের শান অনুযায়ী দিনের চেহারা আছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুসের ২য় নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ

তায়ালা “কাদামা সিদকীন ” শব্দ ব্যাবহার করেছেন। আরবীতে কাদাম অথর্ হলো সিদক অথর্ হলো সত্য। “কাদামা সিদকীন ” এর অথর্ হলো সতে্যর পা। সালাফীদের মূলনীতি অনুযায়ী বলতে হবে , তায়ালা যেহেতু কুরআনের সতে্যর পায়ের কথা বলেছেন , সতে্যর পা রয়েছে। যদিও এর ধরণ আমাদের অজানা। তবে সত্যের শান অনুযায়ী তার পা রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা সূরা বনী ইসরাইলের ২৪ নং আয়াতে বলেন ,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অথর্: তোমরা পিতা - জন্য রহমতের ডানা বিছিয়ে দাও এবং বলো , হে আল্লাহ তায়ালা শিশুকালে আমাকে যেভাবে লালন করেছে , আপনি সেভাবে তাদেরকে রহমত ও লালন করুন।

আল্লাহ তায়ালা “জানাহাজ জুল্লি ” শব্দ ব্যবহার করেছেন। জানাহ শব্দের অথর্ হলো ডানা। এবং জুল্লুন এর অথর্ হলো , বিনয় ও নম্রতা। সুতরাং জানাহাজ জুল্লি এর অথর্ হলো , নম্রতার ডানা। সালাফীদের মূলনীতি অনুযায়ী বলতে হবে , আল্লাহ তায়ালা যেহেতু কুরআনে জানাহাজ জুল্লি

ব্যবহার করেছেন, নম্রতারও ডানা রয়েছে। তবে আমরা এর ধরণ ও কাইফিয়ত জানি না। নম্রতার শান অনুযায়ী তার ডানা রয়েছে।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

অর্থ : কুরআনের উভয় হাতের মাঝ থেকে এবং কুরআনের পিছন থেকে কোন ভুল - ভ্রান্তি আসে না। (সূরা ফুসসিলাত -৪২)

কুরআনের উভয় হাতের কথা যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, সুতরাং সালাফীদের মূলনীতি অনুযায়ী বলতে হবে, কুরআনের উভয় হাত আছে। তবে এর ধরণ বা কাইফিয়ত আমাদের অজানা। একইভাবে কুরআনের পিছন আছে। এরও ধরণ বা কাইফিয়ত আমাদের অজানা। কুরআনের শান অনুযায়ী তার দু'টি হাত রয়েছে। এর ধরণ অনুসন্ধান করা বিদয়াত।

আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে সালাফী ভাইদের ব্যতিব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর হাতের কথা আল্লাহ কুরআনের বলেছেন, সুতরাং আমরাও বলবো, এই মূলনীতি অনুযায়ী দিনের চেহারা, কুরআনের দুই হাত, সত্যের পা, নম্রতার ডানার কথাও বলুন।

আপনাদেরকে এই মূলনীতি কে শেখালো যে, হাত কোন কিছুর দিকে সম্পৃক্ত হলেই সেটি তার গুণ বা সিফাত হয়? আল্লাহর দিকে হাত সম্পৃক্ত হলে যদি আল্লাহর থাকা আবশ্যক হয়, তাহলে কুরআনের দিকে দুই হাত সম্পৃক্ত হয়েছে। কুরআনের দুই হাত আছে একথা বলুন। আল্লাহর দিকে চেহারা সম্পৃক্ত হলে যদি চেহারা থাকা আবশ্যক হয়, তাহলে দিনের দিকে চেহারা সম্পৃক্ত হওয়ার

কারণে বলুন, চেহারা দিনের একটি সিফাত বা গুণ। এর ধরণ আমরা জানি না...। নম্রতার ডানা সাব্যস্ত করুন।

আপনি যে মূলনীতি দিয়েছেন, “ জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, আল্লাহর জন্য সেটি করি”, আপনি কীভাবে জানলেন যে, দিকে হাত সম্পৃক্ত হলেই আল্লাহর জন্য হাত করা হয়? কুরআনের দিকে হাত সম্পৃক্ত হলে কুরআনের হাত কেন সাব্যস্ত
হয় না? অথচ দু’টোর একই শব্দ প্রণালী।

নিজের দিকে চেহারা সম্পৃক্ত করলে আল্লাহর চেহারা সাব্যস্ত করা হয়,
এই কথাটি আপনাকে কে বলল? এই মূলনীতি কুরআনের কোথায় আছে? রাসূল স. এর কোন হাদীসে এই মূলনীতি আছে।

মূলকথা হলো, সালাফীদের উক্ত মূলনীতিটি সম্পূণ অবাস্তব। সালাফীরা কখনও এটি মানে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করে। অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তথা আশআরী- বিরুদ্ধে অন্যায় বিষোদগার করে। অপপ্রচার চালায়, আশআরীরা আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করে।

আশআরীদের দিকে আঙ্গুল উঠানোর আগে হাত আল্লাহর সিফাত সেটা প্রমাণ করুন দিকে হাত সম্পৃক্ত হলেই যে সেটা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে এটা কোথায় পেয়েছেন? আগে তো প্রমাণ করুন। প্রমাণ না করেই অস্বীকারের অভিযোগ অবান্তর।

খুবই সংক্ষেপে সালাফীদের আকিদার দু’টি মূলনীতি আলোচনা করা হলো। বিষয় দু’টি আরও বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। সুযোগ করে ইনশা আল্লাহ লিখবো। উক্ত মূলনীতি দু’টি সালাফীদের অধিকাংশ আকিদার কিতাবে রয়েছে। বিশেষভাবে ইবনে তাইমিয়া রহ ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাবে রয়েছে। সালাফী আকিদার মূলনীতি হলেও এগুলো

একেবারেই ভিত্তিহীন। সরল বিশ্বাসে মূলনীতি দু ’টি মেনে নিয়েছেন , আশা করি তাদের কাছে এর অসারতা স্পষ্ট হবে।

তানজীহের দলিল

IJHARUL ISLAM·TUESDAY, 29 MAY 2018

প্রশ্ন : সালাফের ঐকমত্যপূর্ণ মাজহাব যে তানজীহ ছিল , এর দলিল কী?

উত্তর :

দু ’ধরণের দলিল উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক। সালাফের মাজহাব বিশ্লেষণ করে আহলে সুন্নতের বিখ্যাত আলিমগণ লিখেছেন যে , সালাফের মাজহাব ছিল তানজীহ। সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মাজহাব সম্পর্কে তারা বলেন , সালাফের সকলেই বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের ব্যাপারে একমত ছিলেন।

খ। স্বয়ং সালাফের বক্তব্য।

উভয় প্রকার বক্তব্য নীচে উল্লেখ করছি।

সালাফের মাজহাব সম্পর্কে আলিমগণের বক্তব্য

১। হাদীসে আল্লাহর নুজুলের কথা রয়েছে। নুজুল বা অবতরণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী রহ : বলেন,

هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، ومختصرهما أن أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين، أنه

يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق، والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها

شرح مسلم 6 / 36

অর্থ : হাদীসটি সিফাত সংক্রান্ত হাদীসসমূহের একটি। এ বিষয়ে আলিমগণের প্রসিদ্ধ দু ’টি মাজহাব রয়েছে। কিতাবুল ইমানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি। ১। প্রথম মতটি অধিকাংশ সালাফ ও কিছু কালামবিদের। তাদের মতে উক্ত সিফাতটি আল্লাহর শান অনুযায়ী আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। তবে সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য বাহ্যিক অর্থটি উদ্দেশ্য নয়। তাদের মতে উক্ত সিফাতের কোন ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ করা হবে না। সেই সাথে অবশ্যই তানজীহ থাকতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে , আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির গুণ থেকে মুক্ত। আল্লাহর নুজুল (অবতরণ) এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন নয়। আল্লাহর নুজুল স্থান পরিবর্তন বা নড়াচড়া নয়। নুজুলের বিষয়ে এজাতীয় সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত বিশ্বাস করে সিফাত সাব্যস্ত করা হবে। (এটা মূলত : ইসবাত মায়াত তানজীহ)। ২। দ্বিতীয় মতটি অধিকাংশ কালামবিদ ও একদল সালাফের মাজহাব। এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আওজায়ী রহ : থেকে বর্ণিত। তাদের মতে স্থান -কাল-পাত্র অনুযায়ী তা ’বীল করা হবে।

(শরহে মুসলিম ৬ /৩৬)

২। শাইখুল ইসলাম ইমাম বদরুদ্দিন ইবনে জামায়া রহ (৬৩৯-৭৩৩) বলেন,

واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من ذلك بجلال الرب تعالى غير مراد، كالقعود والاعتدال... فسكت السلف عنه - وأوله المتأولون

অর্থ : সালাফ ও তা'বীলকারীগণ সকলেই এবিষয়ে একমত যে, এসব শব্দের যে অর্থ আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়, সেগুলো উদ্দেশ্য নয়। যেমন, বসা বা সোজা হওয়া। সালাফ এসব বিষয়ে চুপ ছিলেন। তা'বীলকারীগণ এর তা'বীল করেছেন।

(ইজাহুদ দলিল, পৃ :১০৩, দারুস সালাম, কায়রো)

৩। ইমাম আবু আব্দিল্লাহ উব্বী রহ : বলেন,

ومذهب أهل الحق في جميع ذلك أن يصرف اللفظ عن ظاهره المحال، ثم بعد الصرف هل الأولى التأويل أو عدمه، بأن يؤمن باللفظ على ما يليق، ويكل علم حقيقة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى... ثم الأظهر من قول أهل الحق التأويل

অর্থ : এসমস্ত আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে হক্বপন্থীদের মাজহাব হল, আল্লাহর জন্য অসম্ভব বাহ্যিক অর্থটি পরিত্যাগ করতে হবে। বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করার পর তা'বীল করা উত্তম নাকি না করা উত্তম? যেমন বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের পর কেউ আল্লাহর শান অনুযায়ী উক্ত শব্দকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করল। এবং শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করল। (এটি মূলত : তাফয়ীজ)। আহলে হক্বের উভয় বক্তব্যের মধ্যে তা'বীল অধিক স্পষ্ট।

(শরহু সহীহ মুসলিম লিল উব্বী, ২/৩৮৫)

৪। 'ইস্তিওয়া' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে কাসীর রহ : বলেন,

للناس في هذا المقام مقالات كثيرة، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهي إمرارها كما جاءت، من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وبكلامه وبكلام الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من أئمتنا وغيرهم يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر كالمجيء والصورة والشخص والرجل والقدم واليد والوجه والغضب والرحمة والاستواء على العرش والكون في السماء وغير ذلك عما يفهمه ظاهرها، لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان تستلزم أشياء يحكم بكفرها بالإجماع، فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره.

وإنما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نؤوله بشيء آخر، وهو مذهب أكثر أهل السلف وفيه تأويل إجمالي، أو مع تأويله بشيء آخر وهو مذهب أكثر أهل الخلف، وهو تأويل تفصيلي، ولم يريدوا بذلك مخـالفة السلف الصالح - معاذ الله أن يظن بهم ذلك - وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك، لكثرة المجسمة والجهمية وغيرها من فرق الضلال، واستيلائهم على عقول العامة، فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم، ومن ثم اعتذر كثير منهم وقالوا: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين في زمنهم لم نخض في تأويل شيء من ذلك

অর্থ : ইমাম নববী রহ :, ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী রহ :, ইমামুল হারামাইন রহ , ইমাম গাজালী রহ : সহ আমাদের অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য হল , তা'বীল ও তাফয়ীজের উভয় মাজহাবের সকলে এসব আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের ব্যাপারে একমত। যেমন , আগমন, সুরত , শাখস (ব্যক্তি), পা , হাত , চেহারা , রাগ , রহমত, আরশের উপর ইস্তাওয়া , আসমানে থাকা। ইত্যাদি। এগুলোর বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা , আল্লাহর জন্য এগুলোর বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করাও অসম্ভব। এগুলোর বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্তকরণ অকাট্যভাবে বাতিল। এগুলোর বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করলে সকলের ঐকমত্যে (ইজমা) কুফুরী হবে। এজন্য সালাফ ও পরবর্তীগণ বাধ্য হয়ে বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন।

মতবিরোধের বিষয় হল , বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের পরে কি উক্ত বিষয়কে আল্লাহর শান অনুযায়ী আল্লাহর গুণ মনে করব ; এবং কোন ধরণের তা'বীল থেকে বিরত থাকব নাকি অন্য কোন অর্থে তা 'বীল করব? প্রথমটি অধিকাংশ সালাফের মাজহাব। সালাফের এই মাজহাবে বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের কারণে তা 'বীল ইজমালী (সামগ্রিক তা 'বীল) পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মতটি (বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের পর অন্য অর্থে শব্দকে তা 'বীল করা) পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের মাজহাব। এটি মূলত : তা'বীলে তাফসীলি (সুস্পষ্ট তা 'বীল)।

পরবর্তীগণ তাদের এই মাজহাবের দ্বারা নাউজুবিল্লাহ কখনও সালাফের বিরোধীতা করার ইচ্ছা করেননি। বরং যুগের চাহিদার কারণে তারা এটি করতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের সময়ে মুজাসসিমা (দেহবাদী), জাহমিয়া ও অন্যান্য ভ্রান্ত দলের আধিক্যতার কারণে তারা এ মাজহাবটি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন। এসব ভ্রান্ত দল সাধারণ মানুষের বিবেকের উপর রাজত্ব করতে শুরু করে। এজন্য পরবর্তীগণ সুস্পষ্ট তা ’বীলের দ্বারা তাদের ভ্রান্তি তুলে ধরেন। তাদের মতবাদ খণ্ডন করেন। পরবর্তী অনেক আলিম ওজর পেশ করে বলেছেন, সালাফের যুগের মতো আকিদার পরিশুদ্ধি এবং ভ্রান্ত দলগুলোর উপস্থিতি যদি না থাকত , তাহলে আমরা এগুলোর তা ’বীল করতাম না।

(মেরকাত, খ:২, পৃ :১৩৬)

৬। জালালুদ্দিন সূয়ুতী রহ : বলেন,

من المتشابه آيات الصفات... وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له - تعالى - عن حقيقتها

অর্থ : সিফাতের আয়াতগুলো মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভূক্ত। সালাফ এবং মুহাদ্দিসগণসহ অধিকাংশ আহলে সুন্নতের মাজহাব হল , এসব শব্দের উপর ইমান রাখতে হবে। শব্দের উদ্দেশ্য ও অর্থকে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করতে হবে (তাফয়ীজ)। এগুলোর কোন বিশ্লেষণ করা হবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে , শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত ও পবিত্র (তানজীহ)।

(আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন , খ:২, পৃ :১০)

এখানে সুয়ূতী রহ: তাফয়ীজ মায়াত তানজীহ এর কথা বলেছেন।

আমরা এখানে বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের বিষয়ে সালাফের অবস্থান তথা তানজীহ সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করেছি। পরবর্তী পর্বে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে স্বয়ং সালাফের বক্তব্য উল্লেখ করব।

তানজীহের দলিল (২)
IJHARUL ISLAM·THURSDAY, 31 MAY 2018

তানজীহ সম্পর্কে স্বয়ং সালাফের বক্তব্য

কোন শব্দের বাহ্যিক অর্থ যদি ত্রুটি, অপূর্ণতা, সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা অথবা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয় এমন হয়, তাহলে সালাফসহ সকলের মতে ঐ শব্দের বাহ্যিক অর্থটি পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহর সমস্ত সিফাতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির যাবতীয় সাদৃশ্য ও সীমাবদ্ধতা

থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে। একে পরিভাষায় তানজীহ বলে।

আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ইলম বা জ্ঞান হল আল্লাহর একটি গুণ। এক্ষেত্রে তানজীহ হল, আল্লাহর ইলম বলতে কখনও অজানা জিনিসকে জানা বোঝান হবে না। আল্লাহ সর্বময় জ্ঞানী। তিনি অনাদী থেকে সব কিছু জানেন। আগে জানতেন না, নতুন করে জানার মাধ্যমে ইলম হয়েছে এমন নয়।

এভাবে আল্লাহর সমস্ত সিফাতের ক্ষেত্রে তানজীহ থাকতে হবে। দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদীরা ছাড়া আহলে সুন্নতের সকলেই তানজীহের ব্যাপারে একমত। আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে তানজীহ না থাকলে অধিকাংশ সময় কুফুরী শিরকীর সম্ভাবনা থেকে যায়।

আমরা এখানে তানজীহের ব্যাপারে সালাফের বক্তব্য উল্লেখ করব। সালাফের বক্তব্যগুলোকে দু’ভাগে ভাগ করা যায়। ১। ইসবাত মায়াত তানজীহ। ২। তাফয়ীজ মায়াত তানজীহ। সিফাত সাব্যস্তের সাথে সাথে যারা তানজীহ করেছেন তাদের বক্তব্যগুলো শুরুতে উল্লেখ করছি। আর যারা পুরো বিষয়টাকে তাফয়ীজ করেছেন, সেই সাথে তানজীহ করেছেন, তাদের বক্তব্য পরবর্তীতে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ।

১। ইমাম আবু হানিফা রহ (মৃত:১৫০ হি:)

ইমাম আবু হানিফা রহ: জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহর দর্শন সাব্যস্ত করেছেন। সেই সাথে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তানজীহ করেছেন। সৃষ্টির কোন কিছুকে দেখার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে আল্লাহর দর্শনকে মুক্ত

বিশ্বাস করতে হবে। যেমন , সৃষ্টির কোন কিছুকে দেখার জন্য দর্শনীয় বস্তুটি কোন একটা দিকে থাকতে হয়। কিন্তু আল্লাহর দর্শনের ক্ষেত্রে কোন দিক সাব্যস্ত করা যাবে না। এজাতীয় সৃষ্টির যত বৈশিষ্ট্য বা সীমাবদ্ধতা সবগুলো থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত।

ইমাম আবু হানিফা রহ . আরও বলেন,

"ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهةٍ حقٌّ"

অর্থ : কোন সাদৃশ্য , অবস্থা (কাইফ) ও দিক ব্যতীত জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহ তায়ালার দর্শন সত্য।

[কিতাবুল ওসিয়্যা , পৃ .৪, শরহে ফিকহুল আকবার, মোল্লা আলী কারী , পৃ .১৩৮]

ইমাম আবু হানিফা রহ : হাতকে আল্লাহর সিফাত বলেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে তানজীহ করেছেন। তিনি বলেছেন , আল্লাহর হাত বলতে কোন অঙ্গ উদ্দেশ্য নয়। হাত বলে অঙ্গ উদ্দেশ্য নিলে সাদৃশ্যবাদ ও দেহবাদ হয়। এজন্য তিনি হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ . বলেন,

يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه و ليست بجارحة، و هو خالق الأيدي

অর্থ : আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর , তার হাত তার সৃষ্টির হাতের মত নয়; তা অঙ্গ নয় ; তিনি হস্ত সমূহের স্রষ্টা।

[ইমাম আবু হানীফা , আল-ফিকহুল আবাসাত, পৃঃ ৫৭]

ইমাম আবু হানিফা রহ. আল -ফিকহুল আকবারে বলেছেন, আল্লাহর হাত আল্লাহর একটি গুণ বা বিশেষণ। সুতরাং আল্লাহর হাত দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ. আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এটি আল্লাহর কোন অঙ্গ বা অংশ নয। আপনার ইলম আপনার গুণ, আপনার হাত আপনার কোন গুণ নয়। সুতরাং আল্লাহর হাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. হাতের প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য নেননি বরং এটিকে আল্লাহর বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করেছেন। এখানে তিনি হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে স্পষ্ট তানজীহ করেছেন।

২। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ (মৃত:২৪১ হি:)

ইমাম আহমাদ রহ: থেকে খুবই স্পষ্ট ভাষায় তানজীহ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আল্লাহর জন্য ইয়াদ বা হাত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তিনি হাতের সমস্ত বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে তানজীহ করেছে। তিনি বলেছেন, হাত কোন অঙ্গ নয়। এটি দেহ বা দেহ জাতীয় কিছু নয়। এটি নিছক আল্লাহর একটি গুণ বা বিশেষণ।

একইভাবে তিনি আল্লাহর ‘ওয়াজহ’ বা চেহারা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তিনি চেহারার সমস্ত বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেন। চেহারা দ্বারা কোন আকার-আকৃতি, প্রতিচ্ছবি বা এজাতীয় কোন অর্থ নেয়া যাবে। ‘ওয়াজহ’ বা চেহারা তার নিকট একটি গুণ।

আল্লাহর ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি স্পষ্ট তানজীহ করেছেন। ইস্তিওয়ার সমস্ত বাহ্যিক অর্থ ও উদ্দেশ্য তিনি পরিত্যাগ করেছেন। কোন কিছু স্পর্শ করে, কোন বস্তুর সাপেক্ষে অবস্থান করে তিনি ইস্তিওয়া করেননি। আর ইস্তিওয়ার কারণে আল্লাহর কোন গুণে পরিবর্তন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَكَانَ يَقُول إِن لله تَعَالَى يدان وهما صفة لَهُ فِي ذَاته ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين وَلَا جسم وَلَا جنس من الْأَجْسَام وَلَا من جنس الْمَحْدُود والتركيب والأبعاض والجوارح وَلَا يُقَاس على ذَلِك لَا مرفق وَلَا عضد وَلَا فِيمَا يَقْتَضِي ذَلِك من إِطْلَاق قَوْلهم يَد إِلَّا مَا نطق الْقُرْآن بِهِ أَو صحت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السّنة فِيهِ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

أَن لله عز وَجل وَجها لَا كالصور المصورة والأعيان المخططة بل وجهة وَصفه

মহান আল্লাহর একটি ‘ওয়াজহ’ বা মুখমণ্ডল আছে। তার মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি বা আকৃতি নয় এবং আঁকানো বস্তুর মতও নয়। বরং মুখমণ্ডল তার একটি মহান বিশেষণ।

(ই’তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল আহমাদ ইবনু হাম্বল, পৃ :১৭)

আরও স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আহমাদ রহ : এর তানজীহ বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

وَلَيْسَ معنى وَجه معنى جَسَد عِنْده وَلَا صُورَة وَلَا تخطيط وَمن قَالَ ذَلِك فقد ابتدع

তার (ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের) মতে মুখমণ্ডল অর্থ দেহ, ছবি বা আকৃতি নয়। যদি কেউ তা (মুখমণ্ডলকে দেহ বা আকৃতি) বলে তাহলে সে বিদআতি।

(ই’তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল আহমাদ ইবনু হাম্বল, পৃ :১৭)

আল্লাহর ‘ইস্তিওয়া’ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ : তানজীহ করে বলেন,

و لا يجوز ان يقال استوي بمامسة ولا بملاقة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولم يلحقه تغير ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش

অর্থ : একথা বলা বৈধ হবে না যে, তিনি কোন কিছু স্পর্শ করে বা কোন কিছুর সাপেক্ষে ইস্তিওয়া করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এগুলো থেকে মহাপবিত্র। আরশ সৃষ্টির আগে বা পরে ইস্তিওয়ার কারণে আল্লাহর সত্ত্বাগত বা গুণগত কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি কোথাও সীমাবদ্ধ হননি।

৩। ইমাম ইসমাইলী (মৃত : ৩৭১ হি :) এর বক্তব্য :

وخلق ادم بيده، و يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء بلا اعتقاد كيف يداه، اذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. ولا يعتقد فيه الاعضاء و الجوارح و لا الطول ولا العرض ولا الغلظ و الدقة ونحو هذا مما يكون مثله في خلق، و انه ليس كمثله شيء

অর্থ : আল্লাহ তা 'য়ালা তার 'ইয়াদ ' দ্বারা আদম আদম আ: কে সৃষ্টি করেছেন। আল্লার উভয় হাত প্রশস্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহর হাতের ব্যাপারে কোন কাইফিয়ত বিশ্বাস করা যাবে না। হাতের কাইফ বা ধরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কিছু বলা হয়নি। তবে আল্লাহর হাতের ক্ষেত্রে কখনও এটা বিশ্বাস করা যাবে না যে , এটি কোন অঙ্গ। হাতের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য , প্রস্থ , পুরুত্ব , গভীরতা মোটকথা দেহজাতীয় কোন কিছুই সাব্যস্ত করা যাবে না। আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির কোন বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা যাবে না। মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় কিছুই নেই।

(ই'তিকাদু আহলিল হাদীস , পৃ :৫১)

৪। ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ (মৃত ৩২৪ হি :)

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ: আল্লাহর জন্য আগমন (মাজী) ও অবতরণ (নুজুল) সাব্যস্ত করেছেন। সেই সাথে তিনি তানজীহ করেছেন। আগমনের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। একইভাবে স্পষ্টভাষায় নুজুলের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। কেননা এসব শব্দের বাহ্যিক অর্থ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা। আল্লাহ তায়ালা এধরণের সীমাবদ্ধতা বা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত। যেমন , নুজুল এর বাহ্যিক অর্থ হল , উপর থেকে নীচে নামা। কিন্তু এই অাক্ষরিক অর্থটি সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য।

আল্লাহর নুজুল দ্বারা কখনও উপর থেকে নীচে নামা বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন বোঝাবে না। এটি সমস্ত সালাফের মাজহাব। তারা সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্ত অর্থ পরিত্যাগ করে আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ: বলেন,

واجمعوا على انه يجئ يوم القيامة و الملك صفا صفا لعرض الامم و حسابها و عقابها و ثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم يشاء، كما قال: و ليس مجيئه حركة ولا زوالا، وإنمايكون المجئ حركة و زوالا إذا كان الجائي جسما آو جوهرا، فاذا ثبت انه ليس بجسم ولا جوهر، لم يجب ان يكون مجيئه نقلة او حركة، الا تري انهم لا يريدون بقولهم: جائت زيدا الحمى، انها تنقلت اليه او تحركت من مكان كان فيه اذ لم تكن جسم و لا جوهرا، و انما مجيئها اليه وجودها به. وانه ينزل الى سماء الدنيا كمارو النبي صلي الله عليه وسلم ، وليس نزوله نقلة لأنه ليس بجسم و لا جوهر

অর্থ : তারা এ বিষয়ে ঐকমত্য করেছেন যে , আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন আগমন করবেন। ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে থাকবে। মানুষকে হিসাবের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। হিসেব , ভালো-মন্দের বিচার ও শাস্তি হবে। পাপীদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ মাফ করবেন। যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। যেমনটি পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আল্লাহর আগমন হরকত বা নড়াচড়া বোঝায় না। আল্লাহর আগমন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন নয়। আগমনকারী দেহবিশিষ্ট বা জাওহার (মৌল উপাদান) হলে তার আগমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা স্থানান্তরের মাধ্যমে হয়। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু দেহবিশিষ্ট বা মৌল উপাদান নন , এজন্য তার আগমন জায়গা পরিবর্তন বোঝায় না। আল্লাহর আগমন কোন হরকত বা গতি বোঝায় না।

যেমন, আমরা যখন বলি, جائت زيدا الحمى (যায়েদের জ্বর এসেছে)। জ্বর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এসেছে, এটা বোঝায় না। জ্বর যেহেতু দেহ বা মৌল উপাদান নয় , এজন্য জ্বরের আগমন বলতে কখনও জায়গা পরিবর্তন বোঝায় না। যায়েদের জ্বর এসেছে বলতে মূলত : যায়েদের শরীরে জ্বরের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে।

একইভাবে হাদীসে এসেছে , আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আল্লাহর নেমে আসার দ্বারা কখনও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন বা উপর থেকে নীচে নামা উদ্দেশ্য নেয়া হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা দেহ বা মৌল উপাদান নন।

(রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগর , পৃ :২২৮)

৫। ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ (মৃত : ৩৩৩ হি :)

ইমাম মাতুরিদি রহ : পরকালে আল্লাহর দর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সেই সাথে সুস্পষ্ট ভাষায় তানজীহ করেছেন। আল্লাহর দর্শন সব ধরণের সৃষ্টির বৈশিস্ট্য বা সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে। সৃষ্টির কোন কিছুকে দেখার জন্য উভয়ের মধ্যে ন্যুনতম একটি দূরত্ব থাকতে হয়। আর খুব বেশি দূরের বস্তু মানুষ দেখতে পায় না। দর্শনীয় বস্তু আমাদের সামনের দিকে থাকতে হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের আলোর প্রতিফলন থাকতে হয়। এধরণের বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কোন কিছু দেখার জন্য সৃষ্টির যত সীমাবদ্ধতা রয়েছে , আল্লাহর দর্শন এসব কিছু থেকে মুক্ত হবে। এটি মূলত : তানজীহ। আহলে সুন্নতের আলেমগণ সিফাত সাব্যস্ত করেন। সেই সাথে স্পষ্ট ভাষায় তানজীহ করে বলেন , আল্লাহ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা বা বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত। এজাতীয় যত সীমাবদ্ধতা আমাদের কল্পনায়

আসে, সব কিছু থেকে মহান আল্লাহ তায়ালাকে মুক্ত ও পবিত্র বিশ্বাস করাই হল, সালাফের ঐকমত্যপূর্ণ মাজহাব।

ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ: তার ‘কিতাবুত তাউহীদ’-এ লিখেছেন,

فان قيل كيف يرى قيل بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة، بل يري بلا وصف قيام وقعود، و اتكاء و تعلق، واتصال و انفصال، و مقابلة و مدابرة، و قصير و طويل، و نور و ظلمة، و ساكن و متحرك، ومماس و مباين، و خارج و داخل، ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل، لتعاليه عن ذلك

كتاب التوحيد-৮৫

অর্থ: যদি প্রশ্ন করা হয়, পরকালে আল্লাহ তায়ালাকে কীভাবে দেখা যাবে? উত্তর দেয়া হবে, কোন কাইফ বা ধরণ ব্যতিরেকে। কেননা আকার-আকৃতি বিশিষ্ট বস্তুর দেখার ধরণ বা কাইফ থাকে। আল্লাহর দর্শন সব ধরণের সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে। যেমন, দাঁড়ান, বসা, হেলান দেয়া, মিলিত বা পৃথক থাকা, সামনে বা পেছনে থাকা, লম্বা বা খাট হওয়া, অন্ধকার বা আলোতে থাকা, স্থির বা গতিশীল হওয়া, স্পর্শে বা দূরত্বে থাকা, ভেতরে বা বাইরে থাকা এজাতীয় সব ধরণের সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত। (সৃষ্টিকে দেখতে হলে এসব সীমাবদ্ধতা থাকে, কিন্তু মহান স্রষ্টার ক্ষেত্রে এধরণের সীমাবদ্ধতার কল্পনাও করা যাবে না)। আমাদের ধারণা বা চিন্তাশক্তি কোন কিছু দেখার জন্য যা কিছু কল্পনা করে, সব কিছু থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত ও পবিত্র।

(কিতাবুত তাউহীদ-৮৫)

ইমামগণের বক্তব্যগুলো লক্ষ্য করুণ। বক্তব্যগুলোর মাঝে কোন বিরোধ নেই। ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ ও ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ: এর বক্তব্যের সাথে ইমাম আবু হানিফা রহ: বা ইমাম আহমাদ রহ: এর বক্তব্যের কি কোন বিরোধ চোখে পড়ে? এতোদিন যারা আশআরী-মাতুরিদিগণকে বিদআতী প্রচার করছেন, তারা কি আদৌ সালাফের আকিদা সঠিকভাবে বুঝেছেন? আর বুঝে থাকলে সালাফের মত ও পথের উপর অটল আছেন? আমরা ইনশা আল্লাহ পরবর্তী আলোচনাগুলোতেও দেখব যে, আশআরী-মাতুরিদিগণ কীভাবে সালাফের মানহাজকে সংরক্ষণ করেছেন এবং সালাফের পদাঙ্ক অনুসরণে তারা কোথাও ত্রুটি করেননি।

তানজীহের দলিল(৩)
IJHARUL ISLAM·FRIDAY, 1 JUNE 2018

তাফয়ীজ মায়াত তানজীহ সম্পর্কে সালাফের বক্তব্য

প্রথম যুগের সালাফগণ সিফাত বিষয়ে যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। তারা এসব বিষয়ে আলোচনা পছন্দ করতেন না। চুপ থাকাকেই তারা শ্রেয় মনে করতেন। এগুলো সিফাত বলা, অর্থ করা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার বিরোধী ছিলেন। এমনকি সালাফের অনেকে এগুলোকে আরবী বা অন্য ভাষায় অর্থ করাও পছন্দ করতেন না। তারা এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তানজীহের উপর ছিলেন। শব্দের বাহ্যিক অর্থ বা উদ্দেশ্য আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হলে তারা এগুলোর অর্থ করা বা অনুবাদের বিরোধী হতেন না। বরং তারা এগুলোর প্রতি

মানুষকে দাওয়াত দিতেন। কিন্তু বাস্তবতা হল , প্রাথমিক যুগের সালাফগণ মানুষকে এসব বিষয়ের দাওয়ার দেয়ার পরিবর্তে এগুলো থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন।

১। সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ (১০৭-১৯৮ হি :)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ : এর মতে সিফাতের বিষয়গুলোর কোন ধরণের ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ করা হবে না। অর্থ নির্ধারণ , ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ , আরবীতে উদ্দেশ্য নির্ধারণ কিংবা অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ ; এসব কিছুর বিরোধী ছিলেন তিনি। তার মতে সিফাতের আয়াত বা হাদীস পড়ে চুপ থাকতে হবে। চুপ থাকাই ছিল তার মূল মাজহাব।

مَا وَصَفَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ فَقِرَاءَتُهُ تَفْسِيرُهُ ، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلا بِالْفَارِسِيَّةِ

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন , সেগুলো পাঠ করাই হল এর তাফসীর। কারও জন্য এগুলোকে আরবীতে বা ফার্সীতে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়।

(আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ইমাম বাইহাকী রহ , পৃ :৩১৪)

তিনি আরও বলেছেন,

كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه

অর্থ : আল্লাহ তার কিতাবে নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন , এগুলো তেলাওয়াত (পাঠ) হল এর তাফসীর। তেলাওয়াত করে চুপ থাকতে হবে।

(আল-ই’তিকাদ, ইমাম বাইহাকী রহ, পৃ: ১১৮)

এটা তো সবারই জানা কথা যে, শুধু তেলাওয়াত কখনও তাফসীর নয়। এরপরেও ইমাম ইবনে উয়াইনা রহ: শুধু তেলাওয়াতকে তাফসীর বলেছেন। এর দ্বারা মূলত: তিনি সিফাতের বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা, অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা না করাসহ সব ধরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। বিষয়টাকে স্পষ্ট করার জন্য তিনি বলেছেন তেলাওয়াতের পর এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা হবে না। বরং চুপ থাকতে হবে।

তারা মূলত: পুরো বিষয়টাকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেছেন। কুরআন-হাদীসে যা রয়েছে, সেগুলোর সত্যতার উপর মৌলিক ইমান রাখতে হবে। কিন্তু যেসব বিষয় আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়, এজাতীয় আয়াত বা হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু তেলাওয়াত করে যেতে হবে। উদ্দেশ্য বর্ণনা বা কোন ধরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে না।

এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ যদি তারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতেন, তাহলে কখনও চুপ থাকতে বলতেন না। তারা বলে দিতেন, এগুলোর বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করো। কিন্তু তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এগুলো শুধু তেলাওয়াত করতে হবে। আরবীতে বা ফার্সীতে এর কোন অর্থ নির্ধারণ করা হবে না। বরং এসব আলোচনা থেকে বিরত থেকে সম্পূর্ণ চুপ থাকতে হবে। তারা যদি বাহ্যিক অর্থ নিতেন তাহলে যেমন চুপ থাকার কথা বলতেন না, একইভাবে এগুলোর অনুবাদ না করারও নির্দেশ দিতেন না।

২। ইমাম মুহাম্মাদ রহ (১৮৯ হি:)

ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ রহ: বলেন,

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صفة الرب عز وجل من غير تغيير، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا

رواه اللالكائي (3/ 432)

অর্থ : পূর্ব থেকে পশ্চিমের সমস্ত ফকীহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে যা কিছু বলেছেন এবং রাসূল স: থেকে বিশ্বস্তসূত্রে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, এগুলোর উপর মৌলিক ইমান রাখতে হবে। এগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সাদৃশ্য ব্যতিরেকে। আজ কেউ যদি এসব সিফাতের ব্যাখ্যা করে, তাহলে সে রাসূল স: এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হল। মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হল। কেননা, তারা এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেননি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি। বরং তারা কুরআন-সুন্নাহে যা আছে এরপর ফতোয়া দিয়েছেন এবং চুপ থেকেছেন।

(শরহু উসুলি ই’তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ইমাম লালকায়ী, খ:৩, পৃ:৪৩২)

এসব শব্দের বাহ্যিক অর্থই যদি উদ্দেশ্য হত, তাহলে চুপ থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন? আর কেউ এগুলোর অর্থ করলে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে তিনি তাকে আহলে সুন্নতের জামাত থেকে বের করে দিলেন কেন? এতো কঠিন বক্তব্য দেয়ার কারণ কী?

মূল কারণ হল, কেউ যদি বলে, হাত দ্বারা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য, তাহলে তো সে হাতের ব্যাখ্যা করল। হাতের বাহ্যিক অর্থ নির্দিষ্ট করার কথা

তো কুরআন-সুন্নাহে নেই। সে এটি নিজের থেকে সংযোজন করেছে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ : এধরণের অর্থ নির্ধারণ , উদ্দেশ্য বর্ণনা বা ব্যাখ্যাকে রাসূল স : এর আদর্শের বিপরীত বলেছেন। বরং তার মতে এসব ক্ষেত্রে চুপ থাকাই হল সালাফের মানহাজ।

৩। ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম রহ (মৃত :২২৪ হি)

ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম রহ : বলেন,

إذا سئلنا عن تفسيرها : قلنا : ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا ونحن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت

অর্থ : আমাদেরকে যখন এসব হাদীসের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয় , আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করি না। আমরা এমন কাউকে পাইনি যারা এগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। একারণে আমরাও ব্যাখ্যা করি না। এসব হাদীসকে সত্য মনে করি এবং চুপ থাকি।

(শরহু উসুলি ই ’তিকাদি আহলিস সুন্নাহ , খ:৩, পৃ :৫২৬)

ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম রহ : এর সিফাত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে তিনি এগুলোর ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ করতেন না। তিনি বলেন, আমি এমন কাউকে পাইনি যে এগুলোর ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ করে। প্রাথমিক যুগের সালাফদের রীতি এমন ছিল। তারা এগুলোর আলোচনা পছন্দ করতেন না। এগুলোর বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করলে অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়ার কারণে এটি তাফসীর বা ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম আবু উবাইদসহ অন্যান্য বহু সালাফ এর বিরোধী ছিলেন।

ইমাম খাত্তাবী রহ : বলেছেন,

كان ابو عبيد القاسم بن سلام وهو احد انهياء اهل العلم يقول: نحن نروي هذه الاحاديث ولا نريغ لها المعاني

অর্থ : ইমাম আবু উবায়েদ কাসিম ইবন সাল্লাম রহ : একজন প্রথিতযশা আলিম ছিলেন। তিনি বলতেন , আমরা এসব হাদীস বর্ণনা করি , কিন্তু এগুলোর অর্থ খুঁজি না।

(আকাবিলুস সিকাত , পৃ :১৭৭)

এখানে তিনি স্পষ্ট বললেন , আমরা এগুলোর অর্থ তালাশ করি না। বহু সালাফের মানহাজ ছিল এটি।

৪। ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ (২৪৯-৩০৬ হি :)

ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ : বলেন,

ان السوال عن معانيها بدعة و الجواب كفر و زندقة

অর্থ : এসবের অর্থ জিজ্ঞেস করা বিদয়াত। আর এর উত্তর হল , কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা।

(আল-উলু , ইমাম জাহাবী রহ , পৃ :২০৭)

ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ : সিফাত সংক্রান্ত আয়াত বা হাদীসের অর্থ করা বা অনুবাদ করার বিরোধী ছিলেন। তারা যদি এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ

করতেন, তাহলে কখনও এসম্পর্কে প্রশ্ন করাকে বিদয়াত বলতেন না। আর এর উত্তর প্রদানকে কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা বলতেন না।

এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরকে কুফুরী বলার কারণ হল , এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কুফুরী। নুজুল দ্বারা উপর থেকে নীচে নামা বা হাত দ্বারা অঙ্গ উদ্দেশ্য নিলে কুফুরী হবে। ইতোপূর্বে আমরা এবিষয়ে মোল্লা আলী ক্বারী রহ : এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলে কুফুরী হবে। এজন্য ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ : এ সংক্রান্ত উত্তরকে কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে সুরাইজ রহ : এসব শব্দকে অন্য ভাষায় অনুবাদেরও বিরোধী ছিলেন।

৫। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাইন রহ : (২৩৩ হি :)

ইবনে কুদামা রহ : নুজুল বিষয়ে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ : এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ : বলেন,

صدق به و لا تصفه و قال: اقروه و لا تحدوه

অর্থ : এসব হাদীসের সত্যতার উপর ইমান রাখো। এগুলো ব্যাখ্যা করো না। এরপর তিনি বলেন, হাদীসের সত্যতাকে স্বীকার করো। সৃষ্টির কোন সীমাবদ্ধতা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করো না।

(জাম্মুল তা ’বীল, পৃ :২১)

ইমামগণের বক্তব্যগুলো খুবই স্পষ্ট। কেউ-ই এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেননি। কেউ কেউ বাহ্যিক অর্থ না নেয়ার ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, অন্য ভাষায় অনুবাদ করতেও নিষেধ করেছেন। অধিকাংশ ইমামই এসব আয়াত ও হাদীসের উপর মৌলিক ইমান রেখে চুপ থাকতে বলেছেন। আল্লাহ ও তার রাসূল যা বলেছেন, যে উদ্দেশ্যে বলেছেন, তা সবই সত্য। এতটুকু হল মৌলিক ইমান। এরপর তারা এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা পছন্দ করতেন না। বরং সুস্পষ্টভাবে চুপ থাকতে বলতেন। প্রাথমিক যুগের সালাফগণের মূল মানহাজ ছিল এটি।

সময় যত গড়াতে থাকে, এগুলো নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা বাড়তে থাকে। কেউ এগুলোকে সিফাত বলা শুরু করেন। কেউ তা’বীল করেন। কেউ আরও আগ্রসর হয়ে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী হয়। এভাবে আস্তে আস্তে সালাফের মূল মানহাজ (চুপ থাকা) থেকে অনেকে সরে আসতে থাকে। প্রাথমিক যুগের সালাফগণ চুপ থাকতে বললেও পরবর্তী সালাফদের যুগেই আলোচনা-পর্যালোচনা হতে থাকে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলতে থাকে। যুগের পরিবর্তনে সালাফদের মানহাজেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। একারণে সিফাত বিষয়ে সালাফের মানহাজের মধ্যেই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সকলে একক মানহাজের উপর থাকেননি। তবে তাদের সকলেই তানজীহের বিষয়ে একমত ছিলেন। সালাফ ও খালাফ (পরবর্তী) সবার ঐকমত্যের কারণে সিফাতের ক্ষেত্রে তানজীহকে আমরা মূল মনে করি। তানজীহের পর ‘ইসবাত’, ‘তাফয়ীজ’, ‘তা’বীল’ যেকোন একটা গ্রহণ করতে পারে। সবগুলোই সালাফ থেকে প্রমাণিত।